বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

(২০২১-২০২২)

উপজেলা পরিষদ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২১-২২

হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম।

কারিগরি সহযোগিতা:

উপজেলা পরিষদ, হাটহাজারী।

সার্বি কসহযোগিতা:

হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য
এবং
সংশ্লিষ্ট সকল কর্ম কর্তাও কর্ম চারীবৃন্দ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, উপজেলা পরিচিতি ও নামকরণ

১.১। পটভূমি

১.২। ভৌগলিক পরিচিত

১.৩। ভাষা ও সংস্কৃতি

১.৪। ঐতিহ্য

১.৫। ৭১ এর দৃশ্যপট

১.৬। হাটহাজারী উপজেলার মানচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১। হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২। বিভিন্ন দপ্তরের আর্থ-সামাজিক তথ্য

তৃতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা

৩.১। পরিকল্পনা কি?

৩.২। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

৩.৩। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

৩.৪। খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

৩.৫। উপজেলা পর্য য়ের পরিকল্পনাসমূহ

৩.৬। উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৩.৭। উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১। রুপকল্প

৪.২। মিশন

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১। উপজেলা পরিষদ, দপ্তর ও ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা: ২০২১-২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৬.২। প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

ভূমিকা, উপজেলা পরিচিতি ও নামকরণ

১.১। পটভূমি: হাটহাজারী উত্তর চট্টগ্রামের এক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। এক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে হাটহাজারীর নামকরণ করা হয়। এর পূর্ব নাম ছিল আওরঙ্গাবাদ। বর্তমান হাটহাজারী, উত্তর রাউজান ও ফটিকছড়ি নিয়ে আওরঙ্গাবাদ গঠিত। আওরঙ্গাবাদ পরগনায় চট্টগ্রামে মোগল শাসনাধীন হওয়ার পর থেকেই মসনদধারী প্রথা চালু করে বারজন হাজারীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল। আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার মুর্শিদাবাদের নবাবের আদেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করে হাজারীগণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে থাকেন এবং নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। চট্টগ্রামে নবাবের প্রতিনিধি মহাসিংহ হাজারীগণের ক্ষমতা খর্ব করতে এক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করে সীতাকুন্ডে নবাবের কাচারিতে দাওয়াত নিয়ে যান। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আটজন হাজারীকে বন্দি করতে সমর্থ হন। বারজন হাজারীর মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দুইজন নবাবের বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকি দশজনের মধ্যে আটজনকে বন্দি অবস্থায় মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দুইজন হাজারী পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আটজন হাজারীকে লোহার পিঞ্জরে বন্দি করে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে হত্যার আদেশ দেন। ফলে উত্তর চট্টগ্রামে হাজারীদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়ে। বেঁচে যাওয়া হাজারীদের মধ্যে বীরসিংহ হাজারী যে হাট প্রতিষ্ঠা করেন তাকেই আজকের হাটহাজারী বলা হয়। তখন ফারসি ভাষা প্রচলন ছিল বলে এই হাটটি **"হাটে হাজারী" বা "হাটহাজারী"** নামে পরিচিতি লাভ করে।

১.২। ভৌগলিক পরিচিতি: হাটহাজারী উপজেলার অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২২°৫০৮৩' এবং ৯১°৮০৮৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তর-পুর্বে ফটিকছড়ি উপজেলা, পূর্বে হালদা নদী ও রাউজান উপজেলা, দক্ষিণে চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও ও পাঁচলাইশ থানা, পশ্চিমে সীতাকুন্ড উপজেলার চন্দ্রশেখর পাহাড় ও জালালাবাদ পাহাড় অবস্থিত।

জেলা সদর হতে দূরত্ব : ২০ কিঃ মিঃ, **আয়তন:** ২৪৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।

জনসংখ্যা: ৪,৩১,৭৪৮ জন (প্রায়), পুরুষ - ২,১৫,২০১ জন (প্রায়), মহিলা - ২,১৬,৫৪৭ জন (প্রায়), লোকসংখ্যার ঘনত্ব - ১,৭৫৩ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)

<u>১.৩। ভাষা ও সংস্কৃতি</u>

হাটহাজারীর লোকাচার : হাটহাজারী মানুষের আদি সংস্কৃতি ও লোকাচার চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা ব্যবধান আছে। হাটহাজারী পশ্চিম সীমান্তে চন্দ্রনাথ পাহাড় শ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে হালদা নদী অববাহিকা মধ্যভাগ আংশিক সমতল। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে হাটহাজারীর লোকাচার কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। পারিবারিক সাংসারিক কাজে মৃৎ শিল্পের ব্যবহার ছিল না তা নয়। সামাজিক অনুষ্ঠানেও মৃৎ শিল্পের ব্যাপক ব্যবহার ১৯৭০ইং পর্যন্ত হাটহাজারী ও চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানেও ছিল। বিয়ে, ওরশ ইত্যাদিতে মাটির তৈরি বাসন-কোসন ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে গৃহস্থলী কাজে মৃৎ শিল্পের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিজ্ঞানের যাত্রাপথের কারণে আমরা হারাচ্ছি প্রাচীন ঐতিহ্য। আজকাল মুসলমান বিয়েতে ছোট ছোট হাঁড়ি ব্যবহার হয় না। আগে হাঁড়ি ভর্তি বাতাসা বরপক্ষ কন্যা পক্ষের দাবী মত গণনা করে দিতে হতো। হাঁড়ি ভর্তি বাতাসাকে মাইনের টুপি বলা হতো। প্রাচীনকালে মুসলমানদের বিবাহ কন্যা পক্ষের কয়েকটি দাবীর মধ্যে মাইনের টুপি একটি প্রধান দাবী। চারিয়া গ্রামের জেবল হোসেন পন্ডিত জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন মৃৎশিল্পী। পুঁথি সাহিত্যের উপর তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল এবং পুঁথিপাঠের ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

হাটহাজারীর লোকসাহিত্য ও পথসাহিত্য : সংবাদপত্র, সাময়িকী সাহিত্যের মতো হাটহাজারীতে লোক সাহিত্য ও পথসাহিত্যের ভূমিকা তেমন কম নয়। হাটহাজারীর লোকসাহিত্য এককালে সমগ্র চট্টগ্রামের বেশ আদরনীয় ছিল। কালের করাল গ্রাসে সবকিছু আজ হারিয়ে গেছে। হাটহাজারীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল ছড়া :

বাঁচা কাঁদে হাজারী হাডৎ বই,
বাঁচার মামু আইয়্যেদ্দে মিডাইর পাইল্যা লই,
বাঁচা কাঁদে লম্বা পথৎ বই
বাঁচার মামু আইয়্যেদ্দে দইয়র হাড়ি লই।।

হাটহাজারীকে "হাটাহাজারী হাড" বলে। এককালে হাটহাজারী মিষ্টির জন্য উত্তর চট্টগ্রামে খুবই বিখ্যাত ছিল। বাঁচা অর্থে ছোট শিশুকে বোঝায়। শিশু কাঁদলে কান্না বন্ধ করার জন্য হাটহাজারীর মিষ্টির কথা বললে শিশু কাঁদা বন্ধ করত।

হাটহাজারীর প্রাচীন সামাজিক সংস্কৃতি : প্রাচীনকালে হাটহাজারীতে পারিবারিক ও সামাজিক বহু ধরনের সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। একটি শিশু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তনানা স্তরে নানান জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আনন্দঘন পরিবেশে কাটাত। ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণে মোল্লা-মিয়াজী বা মির্জিগণ নিজ নিজ এলাকার নবজাতকের নাম রাখা, দোয়া দরুদ পাঠে জীন-পরীর আসর থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ কালাম লিখে দেন। নানী-দাদীরা নাতিকে দোলনায় চড়ান। মুড়ি, খই, চাউল, শিম ভাজা খাওয়ানো নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিবারিক সংস্কৃতি বজায় রাখেন। দোলনায় চড়ানো অনুষ্ঠানে নানার বাড়ীর থেকে দোলনা, বালিশ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এতে নানী-দাদীরা নাচ-গান ও অলা সুর ধরে গাইতেন।

(ক) অ-বাচা, ন-কাঁদিও না ভাঙ্গিও গলা
কাইল ফজরে আনি দিযম চক বাজাইজ্যা লোলা।

(খ) দমকল দমকল বানিয়া
বৌ আইন্নুম যে কালিয়া
বউর নাম সুরতি কন কন যাইবা বইরাতি।

(গ) অ-বাঁচা ন-কাঁদিও মাইনষে হুনিব
তোর মামু আইলে বাঁচা বচ্চু কিনি দিব।

আজকাল সেই প্রাচীন ধর্মীয়, আচার-আচারণ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। রাজা-বাদশার কাহিনী, ভাইংগা কিচ্ছা, ছড়া পাঠ লোকগীতি ও লোকসাহিত্যের কথা একজনে বলত অপর জনেরা মনোযোগ দিয়ে শুনত। কিন্তু আধুনিক যুগে এইসব হারিয়ে লোকসাহিত্যের লুপ্ত হতে থাকে।

হাটহাজারীর নাট্য চর্চা : ১৯৪০ সনেই প্রতিষ্ঠিত হয় হাটহাজারীর ফতেপুর ডায়মন্ড ক্লাব। হাটহাজারীর পল্লী এলাকায় নাটক ও যাত্রাভিনয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ের সাথে সাথে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেত। এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষকে একত্র করে সংগ্রাম মুখর করা। এই ক্লাব গঠনের জন্য শুধু ফতেপুর ইউনিয়নের নহে ফতেয়াবাদ, মাদার্শা ও মেখল গ্রামের সচেতন মানুষ নাট্য চর্চার মাধ্যমে শুরু করে তাদের কর্ম তৎপরতা। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট তারিখ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাত্র কিছুদিন স্থিমিত ছিল হাটহাজারীর নাট্য চর্চা। ষাটের দশকে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় আলাউল ক্লাব। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য গ্রামের সাধারন মানুষের নিকট অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। প্রায় নাটক মদনহাটের বাজারে, ইছু সাবের ভিটায় কিংবা ফতেপুর লতিফ পাড়া প্রাইমারী স্কুলের মাঠেই মঞ্চস্থ করা হতো।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্ম কান্ডে হাটহাজারী : শিক্ষা সংস্কৃতিতে আবহমান কাল থেকে যেমন হাটহাজারী সমৃদ্ধ ঠিক তেমনি খেলাধুলায়ও এই উপজেলার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। দেশজ খেলাধুলার পরিবর্তে ভিনদেশী খেলা এখন আমাদের সন্তানদের কাছে অতি প্রিয়। লালন, হাছান, সুকন্দ দাসের গান এখন আর যেমন শোনা যায় না তেমনি চোখে পড়ে না হা-ডু- , দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি খেলা। একসময় গাঁ-গ্রামে বলি খেলা নিয়ে কতনা মাতামাতি, নাচানাচি হতো, এক গাঁয়ের বলির সাথে অন্য গাঁয়ের বলির খেলা শুধু খেলা ছিল না, ছিল দু'গাঁয়ের মান-ইজ্জতের বিষয়। হা-ডু- , দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি, বাঘবন্ধী, লাঠি খেলা কিংবা সাঁতার, নৌকা বাইচ, গোল্লাছুট, ডাংগুলি, মোরগ লড়াই, ঘুঁড়িউড়ানো, কবুতর খেলা এসবই আমাদের পূর্ব পুরুষের স্মৃতির সাথে জড়ানো। আষাঢ়ের বাদল দিনে গৃহকোণে ষোলগুটি খেলার স্মৃতি আজও অনেক বৃদ্ধের মনে দোলা জাগায় নিঃসন্দেহে। ইংরেজ প্রবর্তিত ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাটমিন্টন খেলার দাপটে আমরা হারিয়ে ফেলছি এইসব সোনালী দিনের জনপ্রিয় খেলাগুলো। সারাদেশে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে হাটহাজারীতে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্রিকেটের আয়োজন শুরু হয়। হাটহাজারীর সর্বত্রতরুণ যুবকেরা এখন ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি করছে।

১.৪। ঐতিহ্য

গরুর লড়াইয়ের মেলা : ১৯৮০ খ্রিঃ পর্যন্তহাটহাজারীতে গরুর লড়াই চালু ছিল। এটি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যের অংশ। মাঘ ফাল্গুন থেকে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্যন্তগরুর লড়াইয়ের মেলা বসত। ইংরেজ আমলে মদনহাটের তেলী পাড়ার ও মৌলভী নছিউদ্দীনের বিরিষ গরু ছিল লড়াইয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ গরু। ফতেপুরের হাজী নুর আহাম্মদ প্রকাশ কোং, সুফিয়ার বাপ, লাল মিয়া কোং, আবদুর রশিদ কোং, মিস্ত্রী মুন্সি মিয়া এবং উদালীয়ার বিরিষ গরু বরাবরই নামকরা ছিল। ১৯৬৪ খ্রিঃ সুফিয়ার বাপ ও লাল মিয়ার গরু ঢাকার আউটার স্টেডিয়াম প্রদর্শনীর জন্য নেয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লাল মিয়া কোং এর গরুকে একটি সনদপত্র দেন। ৬০ দশকে যে বিরিষ গরুর দাম ৫০০ টাকা ছিল, আজ হয়ত এর দাম হতো কয়েক লাখ টাকা। খিল্যা পাড়া,ফতেপুর মাঝিরপুল,রাজারাম বিল, বুড়িরপুকুর, সুয়াপুকুর, মদনাহাট, মদনা বিল, ফতেয়াবাদ ধোপারদিঘী,বটতলী, উত্তর মাদার্শা, গড়দুয়ারা, মেখল কামাইয়্যার পুকুরপাড় গরুর লড়াই অনুষ্ঠিত হতো।

হাটহাজারী মৃৎশিল্পের পরিচিতি : হাটহাজারীর মৃৎশিল্প মূলত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মাটির তৈরী পানির কলস, সরা, জলপাত্র, জল কান্দা, মাটির হাড়ি, পাতিল, কড়াই, তরকারির পেয়ালা থালাবাসন, গামলা-বদনা, লবণের বাটি, পিঠা তৈরীর পা , দই, থামুক, হুক্কা, কলকি, ধুপদানি, ফুলদানি, ছাইদানি, মাটির প্রদীপ মড়কা, জ্বালা ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে তারা মৃৎশিল্প বিক্রি করত। ফতেপুর কুলান পাড়া, রুদ্রপল্লী, শিকারপুর, চারিয়া ও দক্ষিণ পাহাড়তলীতে ছিল মৃৎশিল্পীদের বাস। কুমারগণের কাজটাই অতীব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কুমারদের মৃৎশিল্প এখন প্রায় লুপ্ত।

১.৫। ৭১ এর দৃশ্যপট

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে উত্তর চট্টলার হাটহাজারী থানার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। উত্তর চট্টগ্রামকে উজ্জীবিত করার জন্য হাটহাজারীর মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা রেখেছিল অগ্রণী ভূমিকা। স্বাধীনতাকামী অদম্য সাহসী যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে প্রেরণের পিছনে এই জনপদের অবদান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ৭১ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরগাঁথা বর্ণ নাকরার আগে গোটা হাটহাজারী জনপদ কেমন ছিল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণ নাদেয়া প্রয়োজন।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে হাটহাজারী : চট্টগ্রাম শহর থেকে হাটহাজারীর উপর দিয়ে ফটিকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি এমনকি ভারত সীমান্ত পর্য ন্ত সড়ক বিস্তৃত। চট্টগ্রাম শহর থেকে হাটহাজারী হয়ে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত রাঙ্গামাটি সড়ক, বড়দিঘির পাড় থেকে সীতাকুন্ড সড়ক ছাড়াও চট্টগ্রাম শহর থেকে নাজিরহাট পর্য ন্ত রেল লাইন রয়েছে। অর্থাৎ এই জনপদ বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের একটি গুরত্বপূর্ণ সংযোগস্থল ছিল উভয় পক্ষের জন্য। চট্টগ্রাম সেনানিবাস হাটহাজারীতে অবস্থিত থাকায় পাক্ হানাদার বাহিনী ঐসব সড়ক দিয়ে সবসময় চলাফেরা করত। অপরদিকে মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী যুবকেরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধলই ও ফরহাদাবাদ সংগঠিত হয়ে অত্র এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠকদের সার্বি কসহযোগিতায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে যাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। যে স্থান থেকে ভারতে প্রেরণ করা হতো সেই ঐতিহাসিক স্থানটির নাম বংশালঘাট। হাটহাজারীর মধ্যে ধলই ও ফরহাদাবাদ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য দূর্গ ।মুক্তিযোদ্ধাদের দূর্গ কেনির্মূল করার জন্য পাক্ হানাদার বাহিনীর চারটি সামরিক ঘাঁটির মধ্যে একটি ছিল হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে অদুদিয়া সিনিয়র সুন্নিয়া মাদ্রাসা যা টর্চ ারসেল নামে পরিচিত ছিলো। বাকি তিনটি ধলই ও ফরহাদাবাদের নিম্নোক্ত স্থানে অবস্থিত ছিলো (১) কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, (২) নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজ (৩) উদালিয়া চা বাগান। শেষোক্ত ৩টি ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হতো। প্রায় সময় রাজাকারদের সহযোগিতায় গ্রামের ভিতর ঢুকে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করত পাক্ বাহিনী। নিরীহ যুবক-যুবতীদের ধরে নিয়ে হাটহাজারী টর্চ ারশেলে অমানুষিক নির্য াতনেরপর হত্যা করত। এমনকি বিবস্ত্র করে মহিলাদের চুল কেটে নারী-পুরুষ একসাথে রাখা হতো। অনেকেই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে বেঁচে যায়। তাঁদের মধ্যে একজন ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব দেলোয়ার হোসেন।

হাটহাজারীর বহু ছোট-বড় অপারেশনের মধ্যে ৩টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ।এগুলো হচ্ছে (১) মদুনাঘাট পাওয়ার হাউস অপারেশন, (২) নাজিরহাট পুরোনো বাসস্ট্যান্ড অপারেশন (৩) কাটিরহাট ধলই অপারেশন।

মদুনাঘাট পাওয়ার হাউস অপারেশন : এয়ার ভাইস মার্শ ালজনাব সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে মদুনাঘাট পাওয়ার হাউস অপারেশন সফল হয়। উক্ত অপারেশনে সহযোগিতা করেছিলেন কামাল উদ্দীন (সি-ইন-সি), কাজী মুহাম্মদ মহসিন - ধলই, ফোরক আহমদ - ধলই, মাহবুবুল আলম - ধলই, দিদারুল আলম - বটতলী, মোঃ আইয়ুব - বটতলী ও কামাল উদ্দীন - বটতলী হাটহাজারী।

নাজিরহাট পুরোনো বাসস্ট্যান্ড অপারেশন : ৭১ এর ৯ই ডিসেম্বর বিকেল ৩ টার সময় ফটিকছড়ি থানার মুক্তিযুদ্ধকালীন এমপি জনাব মির্জা আবু মনসুর ও বিএলএফ কমান্ডার জনাব আনোয়ারুল আজিমের নেতৃত্বে হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে আহমদিয়া সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা মাঠে ফটিকছড়ির হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রাক্কালে নাজিরহাট পুরানো বাসস্ট্যান্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি চেকপোস্ট বসানো হয়েছিল। রাজাকারদের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একদল পাক হানাদার ঘাতক বাহিনী জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে ৩টি জিপ গাড়ি করে এসে মেশিনগান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা চেকপোষ্টের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। জীবন-মরণ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা ও অগনিত নিরীহ বাসযাত্রী নারী-পুরুষ। এ খবর শোনার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা উক্ত বাসস্ট্যান্ডে এসে পড়ে। কিন্তু তার আগেই পাক বাহিনী পিছু হটে। এই যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শহীদ সিপাহী মানিক মিয়া - চট্টগ্রাম, শহীদ ফোরক আহমদ - চট্টগ্রাম, শহীদ সিপাহী অলি আহমদ - খুলনা, শহীদ সিপাহী নুরুল হুদা - খুলনা, শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ ইসলাম - সন্দীপ।

৭১ এর ১৩ ডিসেম্বর ধলই- কাটিরহাট সম্মুখযুদ্ধ : ধলই অপারেশন ছিল গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধের সমন্বয়ে একটি জটিল অভূতপূর্ব যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে হাটহাজারী থানার ভয়াবহতম সম্মুখযুদ্ধ ছিল এটি। কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত একটি স্থান। এই বিদ্যালয়টি ছিল নরঘাতক পাক হানাদার বাহিনী ও ঘৃণ্য রাজাকারদের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি। এ ঘাঁটি

থেকে রাজাকারদের সহযোগিতায় লোকালয়ে হানা দিয়ে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা তাদের স্বাভাবিক কাজ ছিল। তারা নিরীহ সাধারণ জনগণকে ধরে নিয়ে অত্যাচার-নির্যাতনকরত। ৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সশস্ত্র পাক হানাদার বাহিনীর শতাধিক সদস্যের একটি দল রাজাকারদের সহযোগিতায় পূর্ব-গগণে সূর্য উঠার আগে কাটিরহাট বাজারের পূর্ব দিকেগুলি করতে করতে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করতে থাকে। একপর্যায়েপাক বাহিনীর গুলিতে নিরস্ত্র নিরীহ গ্রামবাসী অছি সারাং এর বাড়ির সিরাজুল হক,পিতা- মৃত মকবুল আহমদ শহীদ হন। এ খবর আমাদের কাছে আসার সাথে সাথে থানা কমান্ডার এস.এম. কামাল উদ্দীন (সিইনসি স্পেশাল) এর সভাপতিত্বে বংশাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও সংগঠকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহসিন গ্রুপের কমান্ডার কাজী মোঃ মহসিন, ইলিয়াছ গ্রুপের কমান্ডার এস.এম. ইলিয়াছ চৌধুরী, মনছুর গ্রুপের কমান্ডার মোঃ আবুল মনছুর, হারুন গ্রুপের কমান্ডার মোঃ হারুন-উর-রশিদ চৌধুরী, প্ল্যাটুন কমান্ডার মোক্তারুল আলম, তাহের গ্রুপের কমান্ডার আবু তাহের, নূরুল আলম গ্রুপের কমান্ডার মোঃ নূরুল আলম, ফজল করিম গ্রুপের কমান্ডার মোঃ ফজল করিম,ইউনুছ গ্রুপের কমান্ডার মোঃ ইউনুছ, ছালে গ্রুপের কমান্ডার মোঃ ছালে জহুর ও আর্মি জহুর।

নরঘাতক পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে মোকাবিলা করে তাদেরকে নির্মূলবা পরাজিত করে এলাকার জান-মাল ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা যায় সেই কৌশল নির্ণয়করার জন্য বিস্তারিত আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠকগণ এলাকা ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাবেন না, সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কাছে যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে জীবণ-মরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন ও সর্বক্ষণপাক-বাহিনীকে অস্থির রাখবেন।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: কমান্ডারের নেতৃত্বে ২০টি গেরিলা টিম গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি টিমে পাঁচ জন করে অস্ত্রসহ মক্তিযোদ্ধা থাকবে। শত্রু পক্ষ যাতে কোন বাড়িতে অবস্থান নিয়ে অগ্নিসংযোগ,লুটপাট, মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করতে না পারে সেজন্য গোপন জায়গা থেকে দু'একটি গুলি বা প্রয়োজনে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে হবে। যাতে আমাদের একটি গুলির বিনিময়ে শত্রু পক্ষ শত শত গুলি ছুঁড়ে যাতে করে তাদের হাতে মজুদ থাকা গোলা-বারুদ শেষ হয়ে যায়। তাদের পরাজিত করতে হলে প্রথমে গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। পরে (Do or die) সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযাযী মুক্তিযোদ্ধারা থানা কমান্ডার জনাব এস.এম. কামাল উদ্দীনের নেতৃত্বে গ্রুপের কমান্ডারদের নিয়ন্ত্রণে দ্রুতবেগে গ্রামের বিভিন্ন পয়েন্টে ছড়িয়ে পড়ে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক গেরিলা কায়দায় আল্লাহ্‌র নামে অপারেশন আরম্ভ হয়। শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করে দু'একটি গুলি ও মাঝে মধ্যে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করার বিনিময়ে পাক হানাদার বাহিনী শত শত গুলি ছুঁড়তে থাকে। গ্রামের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে যখন মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন শুরু করেন, তখন রাজাকারদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে আহত হওয়ার পর রাজাকারেরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাক বাহিনীকে পথ দেখানোর জন্য কারো সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে পূর্বে হালদা নদীর পাড় হয়ে দক্ষিণে সেকান্দার পাড়া, উত্তরে বংশালঘাট,পশ্চিমে সৈয়দ কোম্পানির বাড়ি পর্যন্তছড়িয়ে পড়ে, দিশেহারা অবস্থায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। কোথাও অবস্থান নেয়ার মতো সুযোগ মক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীকে দেয় নি। প্রত্যেকটি জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পড়ন্ত বিকেলে পাক বাহিনী আত্মরক্ষামূলক গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কাটিরহাট ঘাঁটিতে চলে যাবার পথ খুঁজতে থাকে, তাদের হাতে থাকা গোলা-বারুদ ফুরিয়ে গেলে মনোবলও ভেঙে পড়ে।

এ ধারণা নিশ্চিত হওয়ার পর সব গেরিলা টিম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু করার সাথে সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড জীবন-মরণ সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে শত্রু পক্ষের প্রায় নয় জনের মতো সৈন্য নিহত হওয়ার পর তীব্র আক্রমণের মুখে পর্যদুস্তহয়ে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে লোকালয় ছেড়ে তাদের ঘাটি কাটিরহাটে চলে যেতে বাধ্য হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে সন্ধ্যার মধ্যে কাটিরহাট ঘাঁটি ও উদালিয়া চা বাগান ত্যাগ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে চলে যায়। এ দিনেই উত্তর হাটহাজারী পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার মুক্ত হয়। এ দিনটি পাক হানাদার মুক্ত দিবস হিসেবে হাটহাজারীর জনগণের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে সময় এলাকার নিরীহ নারী-পুরুষ পাক-বাহিনীর ভয়ে গগন বিদারী কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ঠিক সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নরঘাতক পাক-বাহিনীর পরাজয়ের সু-সংবাদ সর্বস্তরেরজনগণ জয়ের উল্লাসে মেতে উঠে এবং বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। অবশেষে ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌমবাংলাদেশ।

বীর বাঙালির এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতার চেতনাই হোক মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের সকল কর্ম-কান্ডের প্রেরণার উৎস। আসুন ধর্ম-বর্ণ ,দলমত নির্বিশেষেসবাই মিলে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

১.৬। হাটহাজারী উপজেলার মানচিত্র

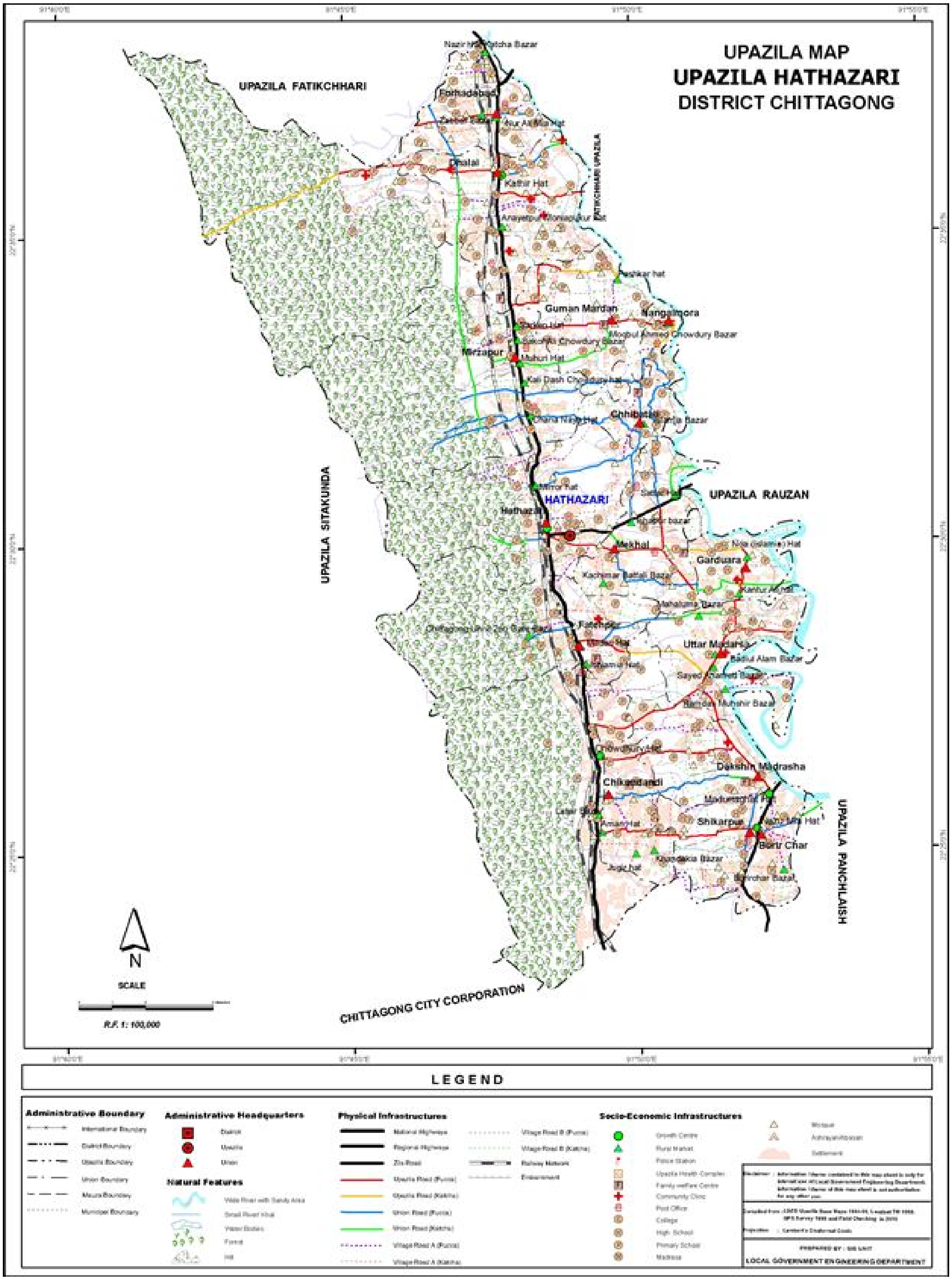

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়</u>

উপজেলা তথ্য ভান্ডার

এক নজরে হাটহাজারী উপজেলা

সাধারণ তথ্যাদি

২.১। উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

আয়তন		২৪৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৪,৩১,৭৪৮ জন (প্রায়)
	পুরুষ	২,১৫,২০১ জন (প্রায়)
	মহিলা	২,১৬,৫৪৭ জন (প্রায়)
লোকসংখ্যার ঘনত্ব		১,৭৫৩ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার		২,৬৯,২৬১ জন
	পুরুষ	১,৩৫,৫৫৯ জন
	মহিলা	১,৩৩,৭০২ জন
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৪০%
মোট পরিবার (খানা)		৮১,২৯২ টি
নির্বাচনী এলাকা		২৮২ চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী)
গ্রাম		৫৯ টি
মৌজা		৪৮ টি
ইউনিয়ন		১৪ টি
পৌরসভা		০১ টি
সরকারি এতিমখানা		০১ টি
বেসরকারি এতিমখানা		১৪ টি
মসজিদ		৩৭০ টি
মন্দির		১১০ টি
বিহার		০৭ টি
নদ-নদী		০১ টি (হালদা নদী)
হাটবাজার		৪৫ টি
সরকারি ব্যাংক		১৭ টি
বেসরকারি ব্যাংক		৩৯ টি
পোষ্ট অফিস		উপজেলা পো: ০১ , সাব অফিস ০৫টি,ইউডিএসও ০৩ , ব্রাঞ্চ ১৯টি।
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০২ টি
কুটিরশিল্প		৫০০ টি
বৃহৎশিল্প		০৫ টি

২.২। বিভিন্ন দপ্তরের আর্থ-সামাজিক তথ্য

কৃষি সংক্রান্ত		
মোট জমি		২৫,৫০৬ হেক্টর
নীট ফসলী জমি		১১,০০০ হেক্টর
মোট ফসলী জমি		১৭,৬৬৫ হেক্টর
এক ফসলী জমি		৪,৪৮০ হেক্টর
দুই ফসলী জমি		৬,৩৭৫ হেক্টর
তিন ফসলী জমি		১৪৫ হেক্টর
গভীর নলকূপ		০১ টি
অগভীর নলকূপ		৪৮ টি
শক্তি চালিত পাম্প		১,২৫৭ টি
ব্লক সংখ্যা		৪১ টি
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা		৮৫,৬৫০ মেঃ টন
নলকূপের সংখ্যা		৪,৬১০ টি

শিক্ষা সংক্রান্ত		
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৪৯ টি
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		৯৬ টি
ইবতেদায়ী		২১ টি
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়		০৩ টি
উচ্চ বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা)		৩৫ টি
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা)		০৮ টি
দাখিল মাদ্রাসা		০৯ টি
আলিম মাদ্রাসা		০৫ টি
ফাজিল মাদ্রাসা		০৪ টি
কামিল মাদ্রাসা		০১ টি
কলেজ (সহপাঠ)		০৫ টি
কলেজ (বালিকা)		০২ টি
বিশ্ববিদ্যালয়		০১ টি
শিক্ষার হার		৬৩.৫%
	পুরুষ	৬৫%
	মহিলা	৬২%

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত		
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		০১ টি
বেডের সংখ্যা		৫০ টি
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা		৫৮ জন কর্ম রত
সিনিয়র নার্স সংখ্যা		কর্ম রত = ১২ জন, মঞ্জুরীকৃত পদ = ১৫ টি
সহকারী নার্স সংখ্যা		কর্ম রত = নাই, মঞ্জুরীকৃত পদ = ০১ টি
নার্সিং সুপারভাইজার		কর্ম রত = ০১ জন, মঞ্জুরীকৃত পদ = ০১ টি
সেবাসমূহ		বহিঃ বিভাগ, জরুরী বিভাগ, আন্তঃ বিভাগ, ল্যাবরেটরী, মাঠ (EPI)কার্য ক্রম,এক্সরে, ইসিজি, ডেন্টাল ও টিটি।

ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত		
মৌজা		৫২ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস		০৫ টি (কাটিরহাট, সরকারহাট, সদর, মাদার্শা চিকনদন্ডি)
পৌর ভূমি অফিস		০১ টি (হাটহাজারী সদর ভুমি অফিস)
মোট খাস জমি		২৩৭২.০২ একর
মোট কৃষি		৩১.৪৪০ একর
মোট অকৃষি		২৮.০৮০ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি		৪৬২.২২ একর
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী)		সাধারণ = ২,৫৯,২৪,৩২৮/- (২০১৪-২০১৫অর্থ বছর) সংস্থা = ৫,৭০,৭১,৮৮২/-(২০১৪-২০১৫অর্থ বছর)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়)		সাধারণ = ১,৯৯,২১,৯৯৭/- (এপ্রিল ২০১৫ পর্য ন্ত সংস্থা =১,১৯,৭৬০/- (এপ্রিল ২০১৫ পর্য ন্ত)
হাট-বাজারের সংখ্যা		৩৬ টি

যোগাযোগ সংক্রান্ত		
পাকা রাস্তা		১৪৫ কিঃ মিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা		নাই
কাঁচা রাস্তা		৫৪৩ কিঃ মিঃ
ব্রীজ/কালভার্টে সংখ্যা		৫১৪ টি
নদীর সংখ্যা		০১ টি

পরিবার পরিকল্পনা		
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র		১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক (সদর)		০১ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট		নাই
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা		৬৯,৪২১ জন

মৎস্য সংক্রান্ত		
পুকুরের সংখ্যা		৮,৫৫৮ টি
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (সরকারি)		০৪ টি
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (বে-সরকারি)		০১ টি
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা		৫,৯০৪ মেঃ টন
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন		৩,৮৭৮ মেঃ টন

প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত		
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র		০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা		০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র		০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা		০২ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা		৩০ টি লেয়ার
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে, ১০-৪৯ টি		৩৫,৪৭২ টি পরিবার

মুরগী আছে, এরূপ খামার		
গবাদির পশুর খামার		১৭ টি (৩ টি গবাদি পশুর উর্দ্ধে)
ব্রয়লার মুরগীর খামার		১০৫ টি

সমবায় সংক্রান্ত		
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ		০২ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ		০১ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ		০২ টি (অকার্য কর
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ		৫৫ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		নাই
যুব সমবায় সমিতি লিঃ		০১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি		০২ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ		০২ টি
চালক সমবায় সমিতি		১৮ টি
সার্বি ক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি		৭৫ টি
মহিলা সমবায় সমিতি		০৭ টি
মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি		০২ টি
চাকুরীজীবী সমবায় সমিতি		০১ টি
সঞ্চয় ও ঋণপত্র সমবায় সমিতি		১৯ টি

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) BRDB (RLP)		
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ		১৪ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ		১০০ টি
বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ (পুরুষ সদস্য)		৩৮৫ জন
বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ (মহিলা সদস্য)		৩,৩৮৯ জন
মোট শেয়ার		৬.৪২ (লক্ষ টাকায়)
মোট সঞ্চয়		৩১.০৪ (লক্ষ টাকায়)
সর্বে মো ঋণ বিতরণ		১,৫৭৩.৫৪/-
সর্বমোট ঋণ আদায়		১,৪৩২.৪৪/-
সর্ব মো ঋণ আদায় হার		৯৬%

বিআরডিবি/ইউসিসিএ		
কৃষি সমবায় সমিতি প্রকল্প		২৭ টি
মূল কর্ম সূচি		৪২ টি
সদাবিক প্রকল্প		৪৩ টি
পল্লী ও প্রগতি প্রকল্প		২৪ টি
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প		নাই
কর্ম কর্তা/কর্ম চা		কর্ম কর্ত : বিআরডিবি : অনুমোদিত পদ – ০৪ , কর্মরত – ০২

		জন, কর্ম চারী: ইউসিসি – ০৪ জন, সদাবিক – ০৩ জন, পল্লী প্রগতি – ০১ জন, মোট = ১০ জন

খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত		
খাদ্য গুদাম		০২ টি (কাটিরহাট ও হাটহাজারী সদর)
ধারণ ক্ষমতা		(৫০০+৫০০) = ১,০০০ মেঃ টন হাটহাজারী সদরে ১,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ০১ টি খাদ্য গুদাম নির্ম ানাধীন
কর্ম কর্তা/কর্ম চারী		উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক – ০১ জন, খাদ্য পরিদর্শ ক– ০২ জন, উপ-খাদ্য পরিদর্শ ক– ০১ জন, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শ ক– ০১ জন, দাড়োয়ান – ০৬ জন, মোট = ১১ জন

মহিলা বিষযক সংক্রান্ত		
নিবন্ধিত সমিতি		০১ টি
ভিজিডি		৭৫০ জন
মাতৃকালীন ভাতা		৩০০ জন
ক্ষুদ্র ঋণ কার্য ক্রম		২৮৩ জন
নারী নির্য াতন প্রতিরোধ কার্য ক্রম		অসংখ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংক্রান্ত		
মোট যুব ঋণ বিতরণ		১,০৯,৬৮,০০০/-
মোট ঋণী সংখ্যা		৪৬০ জন
ক্রমপুজিত আদায়ের হার		৯৭.৩৭%
মোট প্রাতিষ্ঠানিক যুব প্রশিক্ষনার্থী		৯৫০ জন
মোট অপ্রাতিষ্ঠানিক যুব প্রশিক্ষনার্থী		৩,০৫০ জন
নেটওর্য াকিং প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ		৫০ জন
নেটওর্য াকিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ		৭২০ জন
নেটওর্য াকিং প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার বিতরণ		০২ টি (২টি সংগঠনকে)
এ.আর.এইচ প্রকল্প (সমাপ্ত) প্রশিক্ষণার্থী		৩,২০০ জন
জলাশয় ইজারা		০১ , রাজস্ব আদায় – ২১,৪০০/-
যুব সংগঠন তালিকাভূক্তি করা হয়েছে		১০ টি
বিভিন্ন ইউনিয়নে সংগঠনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে		৭,২০০ টি
বর্ত মানে কর্ম সংস্থান ও আত্ম-কর্ম সংস্থান প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান		৩৬০ জন

সমাজসেবা অধিদপ্তর সংক্রান্ত		
রেজি: ক্লাব		১৪৫টি

বয়স্ক ভাতা		৮৯৮৩টি
বিধবা ভাতা		২২০১টি
প্রতিবন্ধী ভাতা		১২৮৭টি
প্রতিবন্ধী শিশু ভাতা		৬৯টি
মাধ্যমিক বৃত্তি		২৯টি
উচ্চ মাধ্যমিক বৃত্তি		২১টি
অন্যান্য		৩০টি
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা		৫৩৮টি
হিজড়া ভাতা		১০টি
দলিত হরিজন সম্প্রদায় ভাতা		৩০টি

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১। পরিকল্পনা কি?

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণকরতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্টউন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্য করভাবেদক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণএবং আর্থিকবরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণকরেছে।

৩.২। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.৩। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতেপ্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদীপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তকরা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.৪। খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্টখাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্টখাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উনড়বয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়েসাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ

বিভিনড়ব পর্য ায়েপ্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দে শিকাসরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.৫। উপজেলা পর্য ায়েরপরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্য ায়েস্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষি ক ও বার্ষি ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্য ায়েরউন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্ম রতএনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্য ায়েরউন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

৩.৬। উপজেলা পঞ্চ-বার্ষি কপরিকল্পনা

পঞ্চ-বার্ষি ক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তভর্ক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উনড়বয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষি কপরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

৩.৭। উপজেলা বার্ষি কউন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের বার্ষি ক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষি ক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষি ক উনড়বয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১। রুপকল্প

উপজেলা পরিষদের জনগণের জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে উপজেলার নিজস্ব সম্পদ, অনুদান, উন্নয়ন বরাদ্দ এবং অন্যান্য বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে হাটহাজারী উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৪.২। মিশন

- জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্রগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা।
- উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।
- সুষ্ঠু সমন্বয় ও সম্পদের সর্বো াত্তমব্যবহারের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা এবং উপজেলা পরিষদের সাথে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।
- ডিজিটাল এবং ব্রান্ডিং উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলা।

৫ম অধ্যায়

বার্ষি কউন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরেরপ্রকল্প তালিকা

Ab‡gvw`Z ¯^xgmgn wb¤œi›c ewl©K Dbqb KgmPx (GwWwc)t 2021-2022

৫.১। উপজেলা পরিষদ, দপ্তর ও ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রস্তাব ও পরিকল্পন : ২০২১-২২

BDwbq‡bi bvg/Dc‡Rjv cwil`	ক্রঃ bs	¯‹x‡gi bvg	ctKt	IqvW bs	cÖv°wjZ gj¨	gšÍe¨
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb	1	‡cqvi †gvnv¤§` †PŠaix evoxi Rv‡g gmwR` Gi moK Avi wmwm Øviv Dbqb (DËi gv`vkv BDwbqb)		IqvW bs-07	200000.00	‡UÛvi
	2	‰mq` Avej eki m I `vMi evoxi moK Avi wmwm Øviv Dbqb (DËi gv`vkv BDwbqb)		IqvW bs-07	200000.00	‡UÛvi
	3	‡gŠjvbv AvBqe mv‡n‡ei evoxi moK Avi wmwm Øviv Dbqb (DËi gv`vkv BDwbqb)		IqvW bs-03	200000.00	‡UÛvi
	4	PÆMvg dUej GKv‡Wgx feb Dbqb (dinv`vev` BDwbqb)			200000.00	‡UÛvi
	5	‰mq` Avn‡g` nv‡Ui wcQ‡bi Kei¯'vb Dbqb (DËi gv`vkv BDwbqb)	PIC	IqvW bs-05	123800.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**923800.00**	
fvBm †Pqvig¨vb	6	ce †gLj Avb›` evRvi †evQvMvRx BDwbqb KwgDwbwU wKwbK is KiY (08 bs †gLj)		IqvW bs-04	36400.00	‡UÛvi
	7	AvjnvR †givgZ Avjx moK Avi wmwm XvjvB Øviv Dbqb		IqvW bs-05	230000.00	‡UÛvi
	8	nZ`wi` Amnvq Mixe D‡`¨v³v‡`i AvZ¥ Kgms¯'v‡bi j‡ÿ¨ ‡e½j e¨vK QvMj weZiY (08 bs †gLj)	PIC	mgM BDwbqb	200000.00	wcAvBwm
Dc-‡gvU					466400.00	
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb	9	bwmi DwÏb moK Avi wmwm Øviv Dbqb		IqvW bs-03	**200000.00**	‡UÛvi
	10	cvkÿYcvß Zi“b I Mixe D‡`¨vM³v‡`i AvZ-Kgms¯'v‡bi Rb¨			**100000.00**	‡UÛvi

		e¨vK ‡e½j QvMj weZiY			
	11	cvBgvix wkÿv cwZô‡b `wi` wkÿv_x‡`i gv‡S wkÿv DcKiY weZiY	PIC		166400.00	wcAvBwm
Dc-‡gvU					**466400.00**	
1bs dinv`vev` BDwbqb	12	‡Lvkvj kvn Kei¯vb mo‡K weK d¨vU mwjs		IqvW bs-01	60000.00	‡UÛvi
	13	gneŸZ Avjx mIt evox iv¯v Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-05	200000.00	wcAvBwm
	14	`jv‡ji evox‡Z bjKc¯vcb		IqvW bs-05	20000.00	‡UÛvi
	15	‰mq` evox bivbx gv`vmvq AvmevecÎ mieivn		IqvW bs-05	20000.00	‡UÛvi
	16	ev`kv †g¤vi evox mo‡K weK d¨vU mwjs		IqvW bs-02	50000.00	‡UÛvi
	17	mÎaicvov iv¯v †givgZ		IqvW bs-02	70000.00	‡UÛvi
	18	wÎciv cvov gw›`‡ii wcQ‡b †Vm †`qvj (MvBW Iqvj)	PIC	IqvW bs-03	61283.00	wcAvBwm
	19	bRxi Avng` iv¯v Avimwm Øviv Dbqb		IqvW bs-04	120000.00	‡UÛvi
	20	‡KŠ¤§vi evox Bmjvg gwS moK Avimwm Øviv Dbqb		IqvW bs-07	60000.00	‡UÛvi
	21	wQKj gûix evox iv¯v Avimwm Øviv Dbqb		IqvW bs-06	60000.00	‡UÛvi
	22	dinv`vev` cv_wgK I D"P we`¨vjq iv¯v Avimwm Øviv Dbqb		IqvW bs-08	60000.00	‡UÛvi
	23	Wejx Qovi cv‡k †Vm †`qvj (MvBW Iqvj)		IqvW bs-08	120000.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**901283.00**	
2 bs ajB BDwbqb	24	KwUinvU ewjKv D"P we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn	PIC	IqvW bs-04	200000.00	wcAvBwm
	25	giv` ZvjK`vi ewo cKvk nvi‡b kvn mo‡K Avimwm XvjvB (Aewkó Ask)		IqvW bs-05	300000.00	‡UÛvi
	26	KwUinvU ¯v¯¨ Kg‡c‡· wPwKrmv DcKiY mieivn		IqvW bs-03	104603.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**604603.00**	

03 bs wgRvci	27	wgRvci nvRx mdi Avjx mo‡Ki `wÿY mvB‡W Wvej ebxK mwjs (GBPwewe) Øviv Dbqb (ivgMo moK n‡Z cwðg w`‡K)	PIC	IqvW bs-01	**200000.00**	wcAvBwm
	28	wgRvci †gv‡gwbqv Rv‡g gmwR` I †gv‡gwbqv `ievi kixd Ges Rqbj Djg Avjxg gv`vmvi cwb wb®vk‡bi Rb¨ evi AvDwjqv w`Nx n‡Z ce w`‡K cvKv bvjv wbgvY		IqvW bs-03	**150000.00**	‡UÛvi
	29	wgRvci †gv‡gwbqv moK I †fv‡jvqvi cvov ms‡hvM mo‡K wmwm Xvjv B		IqvW bs-03	**200000.00**	‡UÛvi
	30	wgRvci nvRx mdi Avjx mo‡Ki ˆmq` cvov msjM †gvt Avjxi evoxi mvg‡b cwb wb®vk‡bi Rb¨ cvKv †Wb wbgvY		IqvW bs-03	147883.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**697883.00**	
4bs ¸gvb gÏb BDwbqb	31	Avnv¤§` m I `vi evox moK Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-04	158404.00	wcAvBwm
	32	‡bcvj †g¤vi evox moK Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-08	200000.00	wcAvBwm
Dc-‡gvU					**358404.00**	
5bs bv½j‡gvov BDwbqb	33	Wvt evox moK Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-07	106000.00	wcAvBwm
	34	Rvdi nvgRvi evox moK Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-02	100000.00	wcAvBwm
Dc-‡gvU					**206000.00**	
6bs wQcvZjx BDwbqb	35	Awgb gwS mo‡Ki DËi cv‡k Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-04	155769.00	wcAvBwm
	36	MvDwQqv KwgDwbwU wKwb‡Ki moK Avimwm Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-05	85698.00	wcAvBwm
Dc-‡gvU					**241467.00**	
8 bs †gLj BDwbqb	37	C`Mv MvRxevox moK Avimwm Øviv Dbqb|			150000.00	‡UÛvi
	38	iæûjcvi KvRx ewo moK Avimwm XvjvB			318723.00	‡UÛvi

		Øvi v Dbqb|				
Dc-‡gvU					**468723.00**	
9bs Mo`qvi v BDwbqb	39	enig ZvjK`vi ewo moK XvjvB Øvi v Dbqb	PIC	IqvW bs-06	100000.00	wcAvBwm
	40	Avãj bex m I `vMi moK XvjvB Øvi v Dbqb	PIC	IqvW bs-09	165698.00	wcAvBwm
				Dc-‡gvU	**265698.00**	
10 bs DËi gv`vkv	41	ewU †P\$ai x evox moK Avi wmwm Øvi v Dbqb|	PIC	IqvW bs-03	141000.00	wcAvBwm
	42	‰mq` evox (`wÿY) moK Avi wmwm Øvi v Dbqb|		IqvW bs-04	141000.00	‡UÛvi
	43	bi †gvnv¤§` m I `vMi evox moK Avi wmwm Øvi v Dbqb|		IqvW bs-02	141071.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**423071.00**	
11 bs d‡Zci	44	giûg Lwjj i ingvb gwÝ mo‡K wi‡UBwbs I qvj wbgvY		IqvW bs-08	**200000.00**	‡UÛvi
	45	mnh¨v cvov ga¨g mo‡K †WBb wbgvY		IqvW bs-03	**186000.00**	‡UÛvi
	46	‡nj vj †P\$ai x cvov C`Mv mo‡K †WBb wbgvY		IqvW bs-08	**100000.00**	‡UÛvi
	47	RvgZ‡j i cvðg Kwe i WvBfvi evox mo‡K †WBb wbgvY		IqvW bs-05	**100000.00**	‡UÛvi
	48	fevbxci KvgDwbwU wKwb‡K mxgvbv †` I qvj wbgvY		IqvW bs-07	**100000.00**	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**686000.00**	
12 bs wPKb`Ûx	49	d‡qR Avn¤§` mo‡K Avj †Kv¤úvbxi evoxi mvg‡b Avi wmwm XvjvB Øvi v Dbqb		IqvW bs-6	200000.00	‡UÛvi
	50	L›`wKqv evRv‡i evRvi †mW wbgvY		IqvW bs-9	173464.00	‡UÛvi
	51	gxi vcvov KvRxcvov mo‡Ki cv‡k †Wb wbgvY		IqvW bs-7	200000.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**573464.00**	
13 bs `wÿY gv`vkv	52	KvRxcvov moK Avi wmwm XvjvB Øvi v Dbqb		IqvW bs-04	**200000.00**	‡UÛvi
	53	`wÿY gv`vkv cwi evi cwi Kíbv ¯v¯¨ †K‡›` ms¯\ri I Awmevec Î mieivn		IqvW bs-06	96264.00	‡UÛvi

	54	Ave`j bex †PŠaix evox moK ms¯'vi I Avi.wmwm XvjvB Øviv Dbqb	PIC	IqvW bs-06	**100000.00**	wcAvBwm
Dc-‡gvU					**396264.00**	
14bs wkKvici BDwbqb	55	Kvgvj †Pqvig¨vb evoxi mo‡K bvjv I wmwm XvjvB Øviv Dbqb		IqvW bs-07	363858.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**363858.00**	
15bs evoð i BDwbqb	56	wniv cKi n‡Z jvjwgqv mvivs moK Avi.wmwm Øviv Dbqb		IqvW bs-01	150000.00	‡UÛvi
	57	Avej †nv‡mb †Kivbx moK Avi.wmwm Øviv Dbqb		IqvW bs-04	191874.00	‡UÛvi
Dc-‡gvU					**341874.00**	
wewea	58	Dc‡Rjv c‡KŠkjxi Kvhvj‡qi Rb¨ wewfb অফিস সরঞ্জাম ক্রয়		Dc‡Rjv cwil`	500000.00	RFQ
	59	K‡ivbv fvBivm cwZ‡ivaK‡í wewfb BDwbq‡bi Rb¨ c‡qvRbxq `e¨ mvgMx mieivn		Dc‡Rjv cwil`	411000.00	RFQ
	60	MwYZ wefvM, PÆMvg wekwe`¨vj‡qi Kw¤úDUvi j¨v‡e Kw¤úDUvi mvgMx mieivn		Dc‡Rjv cwil`	**500000.00**	RFQ
	61	wn¤§Z gûix evwo nhiZ †fb‡fwbqv kvn gvRvi msjM `wÿY cv‡k mvBW Iqvj wbgvY			**200000.00**	†UÛvi
Dc-‡gvU					**1611000.00**	
`ic‡Îi gva¨‡g †gvU (UvKv)					**7532140.00**	
wcAvBwm'i gva¨‡g †gvU (UvKv)					**2464052.00**	
me‡gvU					**9996192.00**	

স্বাক্ষরিত/-
উপজেলা প্রকৌশলী,
এলজিইডি
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

স্বাক্ষরিত/-
উপজেলা নির্ব াহী অফিসার
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষরিত/-
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে ও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনাকরতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেপ্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণেরজন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

৬.২। প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিকসমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।